সংবাদ

তারিখ ... 5/6/83 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 6 ...

038

ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পোশাক দেয়ার বিষয়টি পুনর্বিবেচিত হতে পারে

॥ এ, এম, এম হাসান ॥

প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর চলতি বছর দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিনামূল্যের পোশাক বিতরণ করতে সক্ষম হলে আগামী বছর পুনরায় এই কর্মসূচী চালু করা হতে পারে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছেন।

সম্প্রতি মন্ত্রী পরিষদের এক সিদ্ধান্তে আগামী বছর থেকে পোশাক বিতরণ কর্মসূচী বাতিল করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সরকারী ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর পোশাক তৈরী এবং বিতরণ কার্যক্ষেত্রে একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং ত্রুটিবিচ্যুতিপূর্ণ হতে বাধ্য। এতে বলা হয় যে, আগামী অর্থবছরে বিনামূল্যে পোশাক বিতরণের জন্য যে সাড়ে ১৮ কোটি টাকা ব্যয় করার কথা ছিল তা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেরামত, শৌচাগার নির্মাণ, পানীয় জলের

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

বিনামূল্যে পোশাক

(১ম পাতার পর)

ব্যবস্থাকরণ, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ প্রভৃতি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে ব্যয় করা হবে।

১৯৮১ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ করার জন্য সরকার ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। কিন্তু নানা পর্যায়ে এই অর্থ বরাদ্দ করায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্নীতির জন্য ছাত্রীরা বিনামূল্যের পোশাক পায়নি। যেখানেও পেয়েছে সেখানেও কাপড়ের মান ছিল অত্যন্ত নীচু। এরপর ১৯৮২ সালে কেন্দ্রীয়ভাবে পোশাক তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু সময়মত পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় উক্ত বছর বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। চলতি বছর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ করার কর্মসূচী নেয়া হয়। কিন্তু এ বছরও পোশাক বিতরণ করতে গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর ঝামেলায় পড়েছে। একে ত বিটিএমসি'র কাছ থেকে কাপড় পেতে বিলম্ব হয়েছে, তার উপরে প্রকৃত ছাত্রসংখ্যার চেয়ে পোশাকের সংখ্যা কম। এ বছর সাড়ে ৫ লাখ মেয়ে ও সাড়ে ৬ লাখ ছেলে মোট ১২ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে ২ সেট করে পোশাক দেয়ার কর্মসূচী নেয়া হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রকৃত পক্ষে সাড়ে ১৪ লাখ হবে বলে জানা গেছে। এ অবস্থায় যে সব ছাত্র-ছাত্রীর ক্লাসে উপস্থিতির সংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগ রয়েছে শুধুমাত্র তাদেরকেই পোশাক দেয়া হচ্ছে।

সরকারী সিদ্ধান্তে আগামী বছর থেকে বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ কর্মসূচী বাতিল করার পর প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর বি,টি,এম,সি এবং সংশ্লিষ্ট পোশাক তৈরীর ফার্মগুলোর সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে যে, মূলতঃ সময়ের অভাবেই এই কর্মসূচী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাদের মতে যে কোন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করার পরই এর বাস্তবায়নে কিছুটা দুর্বলতা থাকে। তবে দু'বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমানে এসম্পর্কিত সমস্যাগুলো অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হয়েছে বলে তারা দাবী করেন। তাদের মতে সমন্বিত উপায়ে কর্মসূচী নেয়া হলে আগামী বছর বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ করতে গিয়ে তেমন কোন জটিল সমস্যার সৃষ্টি হবে না।

বিটিএমসি সূত্রে জানা গেছে যে, তারা এর আগে এমনিভাবে এত বিপুল পরিমাণ একই ধরনের কাপড় তৈরী করেনি। তাই কাপড়ের রং ঠিক রাখতে গিয়ে তাদের অসুবিধা হয়েছিল। এ ছাড়া বিদেশ থেকে রং আমদানী করতে হয়। এতেও কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। বিটিএমসি'র একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মতে, প্রথম ও দ্বিতীয় বছর একটু অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু সময়মত অর্ডার দেয়া হলে আগামী বছর কাপড় সরবরাহ করতে তাদের কোন সমস্যা হবে না। উক্ত কর্মকর্তা বলেন, আমরা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় সরবরাহ করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে শুধু প্রয়োজন সময়মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের।

দেশের ২৫টি পোশাক তৈরীর ফার্ম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিনামূল্যের পোশাক তৈরীর কাজে নিয়োজিত রয়েছে। একটি ফার্মের মালিক জানিয়েছেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে বছরে প্রায় ১ কোটি 'পিস' পোশাক রপ্তানি করা হচ্ছে। সময়মত কাপড় সরবরাহ করা হলে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক তৈরী করতে তাদের কোন অসুবিধা নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে যে, প্রথম প্রথম তাদের এই বিরাট কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তারা সমস্যা কাটিয়ে উঠেছেন। চলতি বছর কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হলেও সুষ্ঠুভাবে পোশাক বিতরণের বিষয়টিকে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর একটা 'চ্যালেঞ্জ' হিসেবে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে যেকোন ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সজাগ থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার অভিমত জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের দেশ অত্যন্ত গরীব। তাই এভাবে অর্থ অপচয় না করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতে অর্থ ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আগামী বছর ২য় শ্রেণী এবং ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বিনমূল্যে পোশাক দেয়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা হচ্ছিল। কিন্তু গত বছরের এবং চলতি বছরের অভিজ্ঞতা দেখে সরকার বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ কর্মসূচী বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন।

বিটিএমসি এবং পোশাক তৈরীর ফার্মগুলোর আগামী বছর কাপড় উৎপাদন ও পোশাক তৈরী করতে কোন অসুবিধা হবে না এবং প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর তাদের নিজস্ব চ্যানেলে সুষ্ঠুভাবে পোশাক বিতরণ করতে সক্ষম--এ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বিনামূল্যে পোশাক দেয়ার বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করবেন কিনা জানতে চাইলে উক্ত কর্মকর্তা বলেন, আমরা বিটিএমসি ও পোশাক তৈরীর ফার্ম নিয়ে চিন্তিত নই। আমরা আমাদের বিতরণ ব্যবস্থা নিয়েই সমস্যায় পড়েছি। তিনি বলেন, এ বছর প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর যদি সুষ্ঠুভাবে পোশাক বিতরণ করতে পারে, যদি প্রতিটি উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রী পোশাক পায়, তাহলে সরকার অবশ্যই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দেখতে পারেন।